বেসরকারি শিক্ষকদের বাড়িভাড়া ১৫ শতাংশ, দুই ধাপে কার্যকর



সংগৃহীত ছবি

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বেসরকারি এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বাড়িভাড়া ভাতা ১৫ শতাংশ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই বৃদ্ধি দুই ধাপে কার্যকর হবে—প্রথম ধাপে ২০২৫ সালের ১ নভেম্বর থেকে ৭ দশমিক ৫ শতাংশ এবং দ্বিতীয় ধাপে ২০২৬ সালের জুলাই থেকে আরও ৭ দশমিক ৫ শতাংশ। আন্দোলনরত শিক্ষক নেতারা সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট হয়ে ক্লাসে ফেরার ঘোষণা দিয়েছেন।

বেসরকারি এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের দীর্ঘ আন্দোলনের প্রেক্ষিতে অবশেষে বাড়িভাড়া ভাতা ১৫ শতাংশ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। মঙ্গলবার (২১ অক্টোবর) শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক সি আর আবরারের সঙ্গে শিক্ষক নেতাদের বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আলোচনায় দুই পক্ষের মধ্যে সমঝোতা গড়ে উঠলে আন্দোলনের অবসান ঘটে।

শিক্ষক নেতা দেলাওয়ার হোসেন আজিজী জানিয়েছেন, সরকার শিক্ষকদের দাবির প্রতি ইতিবাচক সাড়া দিয়েছে। ফলে বুধবার (২২ অক্টোবর) থেকে শিক্ষকরা ক্লাসে ফেরার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা খালিদ মাহমুদ স্বাক্ষরিত এক সরকারি বিবৃতিতে জানানো হয়, চলতি বছরের ১ নভেম্বর থেকে ৭ দশমিক ৫ শতাংশ (ন্যূনতম দুই হাজার টাকা) হারে বাড়িভাড়া কার্যকর হবে। এরপর ২০২৬ সালের জুলাই থেকে আরও ৭ দশমিক ৫ শতাংশ বাড়িয়ে মোট ১৫ শতাংশ করা হবে।

বিবৃতিতে শিক্ষা উপদেষ্টা সি আর আবরার বলেন, “শিক্ষকদের দাবির প্রতি সাড়া দিতে পেরে একজন শিক্ষক হিসেবে আমি গর্বিত। তাদের সম্মান ও জীবনমান বৃদ্ধিতে রাষ্ট্রের দায়িত্ব রয়েছে।” তিনি আরও বলেন, “এই সিদ্ধান্ত অর্জনের পথ সহজ ছিল না। নানা মতভেদ ও বিতর্কের মধ্যেও শিক্ষা মন্ত্রণালয় ন্যায্য সমাধানের লক্ষ্যে কাজ করে গেছে। এটি কারও একার সাফল্য নয়, বরং সম্মিলিত অর্জন।”

বিবৃতিতে আরও উল্লেখ করা হয়, “শিক্ষকদের আন্দোলন আমাদের বাস্তবতা বোঝাতে সাহায্য করেছে। সরকার দায়িত্বশীলভাবে সাড়া দিয়েছে, আর আজকের এই সমঝোতা পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও মানসম্মত শিক্ষার ভিত্তিতে নতুন সূচনা।”

এর আগে, গত রোববার অর্থ মন্ত্রণালয় মাত্র ৫ শতাংশ বাড়িভাড়া বৃদ্ধির প্রজ্ঞাপন জারি করেছিল। তবে শিক্ষকরা তা প্রত্যাখ্যান করে আন্দোলন চালিয়ে যান। টানা ১০ দিন ধরে শহীদ মিনারে আমরণ অনশন কর্মসূচি পালন করেন তারা। ২০ শতাংশ বাড়িভাড়া ভাতাসহ তিন দফা দাবিতে বিএনপি, জামায়াত ও এনসিপিসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরাও শিক্ষকদের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করেন।

সরকারের নতুন সিদ্ধান্তে শিক্ষক সমাজের মধ্যে স্বস্তি ফিরে এসেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় আশা প্রকাশ করেছে, এই সমঝোতা শিক্ষার মানোন্নয়ন ও শিক্ষক-সরকারের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া আরও সুদৃঢ় করবে।